নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান

বাংলাদেশের ইতিহাসে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। স্কুলের পোশাকে হাজার হাজার কিশোর কিশোরী সর্বজনের জীবন নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি নিয়ে ২০১৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে রাস্তায় নেমে এসেছিল। শান্ত, সংগঠিত, সুশৃঙ্খল আন্দোলনে তারা এক ইতিহাস তৈরি করলেও সরকার আতঙ্কিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে গুন্ডাবাহিন লেলিয়ে দিয়েছিল। তখন এই কিশোর ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাও এগিয়ে এসেছিল। তারাও আক্রান্ত হয়েছিল। আন্দোলন ও আক্রান্ত হবার বহু কাহিনী সেই কিশোরদের, সংহতি প্রকাশ করা শিক্ষার্থীদের। তারই কয়েকটি এখানে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে এই বয়ান *সর্বজনকথার* জন্য উপস্থিত করেছেন **মাহতাবউদ্দীন**।

ছাত্র ১

২৯ তারিখের অ্যাকসিডেন্টের পরে যখন ৩০ তারিখ আন্দোলন হয় স্কুল শিক্ষার্থীদের, তখন ওই দিনের অবস্থা তো আমরা ঢাবির ছেলেমেয়েরাও দেখেছি। তখন বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে ঢাবির বিভিন্ন গ্রুপে ডিসকাশন হয় যে কী করা যায়। মূলত দুটি গ্রুপে। একটি লীগ নিয়ন্ত্রিত, আরেকটি আন্দোলনকারী সক্রিয় প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ন্ত্রিত। সন্ধ্যায় সম্ভবত ওরা নয় দফা ঘোষণা দেয়। ৩১ তারিখ নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীদের ব্যানারে একটি সংহতি সমাবেশ ডাকা হয় রাজু ভাস্কর্যে। সেখানে খুব সম্ভবত মোহাম্মদপুর কিংবা মিরপুরের কোন একটা স্কুলের কিছু শিক্ষার্থী, ওরা সম্ভবত ধাওয়া খেয়ে এসেছিল, এসে বলে যে ভাই, আমাদের ওপর এমন করে হামলা হল, আপনারা কিছু করবেন না? তখন ওরা বলল–চলেন, আমরা শাহবাগ যাই। কিন্তু ওই দিন শাহবাগ যাওয়ার মত পরিস্থিতি ছিল না। ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন গ্রুপে ওই দিন আলাপ করে পরে শাহবাগে একটা মানববন্ধন টাইপের কর্মসূচির সিদ্ধান্ত হয় ১ আগস্ট। পরে ওই দিন ওটা হয়। তবে সেদিনেরটা আমি বলতে পারব না ডিটেইলস। আমি এখানে ৩ তারিখ থেকে ছিলাম। ২ তারিখ ছিলাম যাত্রাবাড়ী। তবে এইখানে মানে শাহবাগে অবস্থান ছিল ২ তারিখ থেকেই। ২-৩ তারিখ শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছিল সব জায়গাতেই। ৪ তারিখে আমি ছিলাম বাসায়। অনলাইনেই দেখেছি কীভাবে হামলা চলেছে সাইন্স ল্যাবে। এটা বাকি শিক্ষার্থীরাও দেখেছে। ওই দিনের ঘটনা ঢাবির শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নামতে চেয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ঝুঁকি, ট্যাগ খাওয়ার ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনায় তারা শুরুতে নামতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বিশেষ করে তাদের নামার ফলে যদি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, যেটা কিশোরদের আন্দোলন বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল ততদিনে, সেটিকে সরকারের পক্ষ থেকে 'বহিরাগত', 'বড়দের' আন্দোলন ইত্যাদি ট্যাগ দেয়া হত, তাহলে তো স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে–এই আশঙ্কা ঢাবির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল। সে কারণেও তারা শুরুতে নামতে চেয়েও নামেনি।

কিন্তু ৪ তারিখের যে ঘটনাটা ঘটল সেটা এই অবস্থানকে পরিবর্তন করে ব্যাপকভাবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে মনে করল যে এবার তাদের প্রতিবাদে রাস্তায় নামার সময় হয়েছে। ওই দিন রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রুপে আলাপ হয়। হামলার প্রতিবাদে ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাবি ডিবেটিং সোসাইটি এবং নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ আলাদা আলাদা কর্মসূচি ডাকে পরদিন ৫ তরিখ অনুজদের পাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নামে। তবে সব কর্মসূচিরই গন্তব্য ছিল শাহবাগ। ডিবেটিং সোসাইটি ছাড়া বাকি সবার জমায়েতের স্থান ছিল ভিসি চত্বর, সেখান থেকে তাদের শাহবাগে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ডিবেটিং সোসাইটি সরাসরি শাহবাগেই জমায়েতের ডাক দেয়। সকাল এগারোটায় জমায়েত হওয়ার কথা ছিল। আমি সাড়ে দশটায় যাই। রাজু ভাস্কর্য থেকে ভিসি চত্বরের দিকে যাওয়ার সময়ই দেখি কলা ভবন থেকে অলরেডি বিশাল একটা মিছিল বের হচ্ছে। তিন-চার হাজার ছাত্রছাত্রী তাতে যোগ দিয়েছে। মিছিলটি বিজনেস ফ্যাকাল্টির সামনে থেকে শুরু হয়ে কলা ভবন হয়ে ভিসি চত্বর দিয়ে রাজু ভাস্কর্য হয়ে শাহবাগে যায়। মিছিলের সামনে যদিও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ব্যানার ছিল, কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে এত ছাত্রছাত্রী ম্যানেজমেন্ট বিভাগের হওয়া তো সম্ভব না। মূলত সাইন্স, আর্টস ও কমার্স ফ্যাকাল্টির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রচুর সাধারণ ছাত্রছাত্রী ওই মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এ সময় সেখানে যেসব স্লোগান দিতে শোনা যায় সেগুলো হল : 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'এক দুই তিন চার, নৌমন্ত্রী গদি ছাড়', 'জিগাতলায় হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই' ইত্যাদি। আমার পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, এদের বেশির ভাগই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী। কোন পার্টি করে না। তারা স্রেফ বিক্ষুব্ধ হয়েই স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তবে বামপন্থী ছাত্রছাত্রীরাও ছিল। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন লিবারাল ছাত্রছাত্রীরা, আগে ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্রদল করেছে, এখন করে না–এমন লোকজনও ছিল বলে মনে হয়েছে। তবে সবার একটা কমন টোন ছিল যে তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সেটাই মূল ফ্যাক্ট।

মিছিল শাহবাগে যখন গিয়ে অবস্থান নেয় তখন ইউনিফর্ম পরা কলেজের কাউকে দেখা যায়নি। কিন্তু সাধারণ মানুষ, তরুণ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, ঢাবির বাকি শিক্ষার্থীরা যারা শুরুর মিছিল পায়নি, তারাও তখন অবস্থানের খবর পেয়ে শাহবাগে অনেকে আসতে থাকে। কারণ জমায়েত ক্রমাগতই বড় হচ্ছিল। এক পর্যায়ে ইব্রাহিম মেডিক্যাল কলেজ থেকে আরেকটি ছোট মিছিল এসে জমায়েতে ঢোকে। অন্যদিকে শিশু পার্কের দিক থেকে কলেজছাত্রদের ইউনিফর্ম পরা আরেকটি মিছিল আসে। ওরা কোন কলেজের সেটা বলতে পারব না। তবে ওরা যখন এসে জমায়েতে ঢোকে তার পরে জমায়েতের ভেতরে একটা হাইপ উঠল যে জিগাতলা যাব সবাই। জিগাতলা যাওয়ার কোন আগাম প্ল্যান ছিল না। আসলে কোন প্ল্যানই ছিল না। ইনফ্যাক্ট শাহবাগে জমায়েত হওয়ারও কোন প্ল্যান ছিল না। একটাই প্ল্যান ছিল শুরুতে যে ভিসি চত্বরে জমায়েত হবে সবাই। অনেকেই জিগাতলায় বা সাইন্স ল্যাবে যাওয়ার পক্ষে ছিল না। যেমন–ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কিংবা ডিবেটিং সোসাইটি, তারা কেউই সাইন্স ল্যাবের দিকে যাওয়ার পক্ষে ছিল না। কিন্তু যখন জিগাতলায় যাওয়ার হাইপ উঠল তখন দুই পক্ষ হয়ে গেল। তবে বড় অংশটিই সাইন্স ল্যাবের দিকে হাঁটা ধরে। তখন বাকিরাও একটা পর্যায়ে সেই মিছিলে পা মেলায়। আমার কাছে মনে হয় নাই সেটি কোন পরিকল্পিত কিছু ছিল। বরং যেটা মনে হয়েছে, আগের দিন জিগাতলায় মার খাওয়ার কারণে সবার মনেই জিগাতলা জায়গাটা গেঁথে গিয়েছিল, তাই

অবচেতনভাবেই তারা সেখানে যেতে চেয়েছে একটা তাড়না থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। মিছিলটি যখন সাইন্স ল্যাবের দিকে চলতে থাকে তখন দুই দিক থেকে প্রচুর তরুণ, ছাত্রছাত্রীরা সেখানে যোগ দিতে থাকে। সাইন্স ল্যাব যেতে যেতে মিছিলটি সাত-আট হাজারের মিছিলে পরিণত হয়। আমি মিছিলের একদম সামনে ছিলাম। সাইন্স ল্যাবের মোড়ে ২৫-৩০ জন, সর্বোচ্চ ৫০ জন ইউনিফর্ম পরা কলেজের ছাত্র সেখানে যোগ দেয়। ওরা ওখানে অপেক্ষা করছিল। সাইন্স ল্যাবে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মিছিল জিগাতলার দিকে ঘুরে যায়। ওটাও কোন পরিকল্পিত কিছু ছিল বলে আমার মনে হয়নি। তাছাড়া ততক্ষণে এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে কারও হাতেই আর মিছিলের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবও ছিল না।

মিছিল বিডিআর গেট পার হয়ে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছলে সামনে থাকা ছাত্রছাত্রীরা মিছিলটা ঘুরিয়ে ইউটার্ন করিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কারণ সামনে দাঙ্গা পুলিশের ব্যারিকেড ছিল। তারা হাতে হাত ধরে একটা ব্যারিকেড দেয়। এমনকি অনেকে সামনে বসেও পড়ে। বসে পড়ে এ কারণে যে ওটাও এক রকম ব্যারিকেডের মতই ছিল। একটা পর্যায়ে মিছিল যখন ইউটার্ন করে চলে যাচ্ছিল তখন পুলিশ টিয়ার গ্যাস মেরে লাঠিচার্জ শুরু করে। যা হোক, পুলিশের চার্জ শুরু হওয়ার পর জিগাতলা পোস্ট অফিসের দিকের রাস্তায় ৫০০ জনের মত চলে যায়। তারা নিরাপদ দূরত্বে রাস্তায় অবস্থানের পাশাপাশি বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় নেয়। পুলিশ তখন এদিকে আক্রমণ না করে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অ্যাকশন চালাচ্ছিল। এক পর্যায়ে জিগাতলা পোস্ট অফিসের দিকের রাস্তায় যারা গিয়েছিল তারা বিভিন্ন গ্রুপে বের হয়ে পিলখানার পেছন দিয়ে নিউ মার্কেট হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে চলে যায়। (এ সময় জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে পোস্ট অফিসের দিকের রাস্তায় শুরুতে যে বাম দিকের গলি আছে, সেখানে কিছু ছাত্রছাত্রী আটকা পড়ে। তারা জিগাতলা পোস্ট অফিসের দিকে যে রাস্তায় বাকি ছাত্ররা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিল না যে তারা ছাত্রলীগ, নাকি আন্দোলনকারী। তাই তারা ওই দিকে না গিয়ে বাম পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে এবং সেটা কানাগলি হওয়ার কারণে পুলিশের মারের সহজ টার্গেটে পরিণত হয়)।

যাই হোক, আমরা যখন পিলখানার পেছন দিয়ে নিউ মার্কেট হয়ে নীলক্ষেতের দিক দিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরছিলাম তখন দেখলাম নীলক্ষেতের মোড় থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে শত শত লোক সাইন্স ল্যাবের দিকে যাচ্ছে। তারা স্লোগান দিচ্ছিল–জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু। আমি নীলক্ষেতের মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখি ওখান থেকে শুরু করে নিউ মার্কেট, ঢাকা কলেজের সামনে অনেক মানুষের জটলা। সবাই সাইন্স ল্যাবের দিকে যাচ্ছিল। পরে আমরা ক্যাম্পাসে রাজু ভাস্কর্যের দিকে আসি। রাজু ভাস্কর্যে আসার পর দেখি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রলীগের মিছিল নিয়ে যাচ্ছে ওই দিকে। আমি চারটা মিছিল দেখেছিলাম, একেকটাতে ৫০-৬০ জন। কিন্তু তখনও আমরা জানি না যে জিগাতলা থেকে সাইন্স ল্যাবে তাণ্ডব চলছে। বোঝার কোন উপায়ও ছিল না। টুকটাক খবর পাচ্ছিলাম। কারণ নেট স্পিড ওই দিন এবং তার আগের দিন খুব স্লো ছিল ঢাবি এলাকায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকেই ওখানে ছিল।

হামলার প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ ৫ তারিখ বিকালেই টিএসসি থেকে একটা মিছিল বের হয়ে মল চত্বর দিয়ে ঢুকে আবার অপরাজেয় বাংলা হয়ে রাজুতে আসে। কোন ব্যানার ছিল না, যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ধাওয়া খেয়ে হামলার হাত থেকে বেঁচে ঢাবির ছাত্রছাত্রীরা টিএসসিতে ফিরছিল। ১৫০-৩০০ জনের মত ছিল ওই মিছিলে। সেখানে 'ছি ছি হাসিনা' টাইপের স্লোগানও দেয়া হয়েছিল। এরা মূলত ছিল ক্যাম্পাসের প্রগতিশীল ও সক্রিয় ছেলেমেয়ে।

ওইদিনের হামলার প্রতিবাদে ৬ তারিখ আবারও শাহবাগে অবস্থানের একটা ডাক দেয়া হয় ঢাবি ক্যাম্পাসে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীদের ব্যানারে, যেহেতু ঢাবির ছেলেমেয়েরাই মূলত ওইদিন মার খেয়েছে। জমায়েত হওয়ার কথা রাজুতে সকাল এগারোটায়। তো এগারোটায় যখন রাজুতে সবাই জমায়েত হতে শুরু করে তখন ৭০০-৮০০ লোক ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কিন্তু চারপাশে ছাত্রলীগের শখানেক ক্যাডার টিএসসির ফুটপাতে বসে শোডাউন দিচ্ছিল। পরিস্থিতি দেখে তাই সকলে একত্রিত হওয়াটা সমীচীন মনে করেনি। পরে সাড়ে বারোটার দিকে সবাই একজোট হয়ে মিছিল বের করে রাজু থেকে বিজনেস ফ্যাকাল্টি হয়ে আসে। মিছিল যখন আগাতে শুরু করে কলা ভবনের সামনে দিয়ে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই মিছিলে যোগ দেয়। মিছিল যখন মধুর ক্যান্টিনের সামনে আসে তখন ছাত্রলীগের একটা গ্রুপ বাইক নিয়ে মিছিলের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তবে সেখানে কোন কনফ্রন্টেশন হয়নি। বাইকওয়ালাদের পাশ দিয়ে মিছিল সামনে এগিয়ে যায়। মধুর ক্যান্টিনে তখন ছাত্রলীগের অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল। মিছিলটা যখন সোশ্যাল সাইন্স ফ্যাকাল্টির সামনে তখন ছাত্রলীগের অনেক ছেলে দৌড়ে মিছিল অতিক্রম করে শাহবাগের দিকে যেতে থাকে। তখন খবর পাওয়া যায়, ছাত্রলীগের ছেলেরা নাকি চারুকলার সামনে অবস্থান নিয়ে আছে। তখন মিছিলটা সেন্ট্রাল মসজিদ পার হয়ে শাহবাগের দিকে এগুতে থাকাকালেই একটা ইনডিসিশন তৈরি হয় যে শাহবাগে যাবে, নাকি অন্য কোন দিকে যাবে। তখন রাজুর দিকে মিছিল ঘোরে। রাজুতে আসার পর আবার একটা সিদ্ধান্ত হয় যে শাহবাগে যাবে। তখন আবার সেন্ট্রাল মসজিদ পার হওয়ার পর আবার ইনডিসিশন তৈরি হয়। আবার মিছিল উল্টো দিকে ঘুরে যায়। পরে মিছিল ক্যাম্পাসের ভেতর ঘুরতে থাকে। সেটি সাইন্স ফ্যাকাল্টি হয়ে বুয়েটেও যায়, গিয়ে আবার রাজুতে আসে। রাজুতে এসে তারা একটা অবস্থান নেয়। ততক্ষণে বিকাল হয়ে এলে আবার একটা মত তৈরি হয় যে আমরা শাহবাগে যাব। ঢাবিতে যখন এগুলো হচ্ছে তখন একই সময়ে নর্থ সাউথ ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার খবরগুলো আমরা পেতে থাকি। পরে সাড়ে তিনটা-চারটার দিকে মিছিল অর্গানাইজ হয়ে আবার শাহবাগের দিকে যায়। সকাল থেকে এতবার ঘুরতে ঘুরতে মিছিলের জনসংখ্যা তখন নেমে এসেছে এক-দেড়শতে।

শাহবাগে এসে পুলিশের সাথে হালকা বাদানুবাদ হয়। পুলিশ লাঠিপেটার মুডে ছিল। কিন্তু লাঠিপেটা হয় নাই। পুলিশ আমাদের সরিয়ে দেয়ার জন্য টিয়ারশেল মারে। জলকামান চালায়। তখন মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় একজনকে ধরে নিয়ে যায় শাহবাগ থানায়। আসলে এইদিন শাহবাগে অবস্থানের কর্মসূচিটা নেয়া হয়েছিল মূলত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আহূত মার্চ টু শাহবাগ কর্মসূচির সাপোর্টে। কিন্তু জাবির ওরা শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাস থেকে বেরই হতে পারে নাই। পুলিশের হামলার পরে আমরা যে যার মত চলে যাই। একই রাতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হলে রনি নামের এক ছেলেকে মারধর করে পরদিন সকালে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এরপর ৭ তারিখে ক্যাম্পাসের প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ও সক্রিয় ছেলেমেয়েরা শাহবাগ থানা অবরোধ করে আটককৃতদের ছাড়িয়ে আনে। ৮ তারিখ রাজুতে আহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয়। (চলবে)